POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۖ

এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।

(আল আরাফ: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 45

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 10 নভেম্বর, 2022 30 14 রবিউস সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

প্রসঙ্গ মেয়েদের পশু জবেহ করা

২২৬৫) কাআব বিন মালিক (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজ পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে তাঁর ছাগলের পাল ছিল যা সিলা পাহাড়ে চরে বেড়াত। আমাদের এক দাসী সেই ছাগলগুলোর মধ্য থেকে একটি ছাগলকে দেখলা তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তখন সে পাথরের একটি টুকরো ভেঙে নিয়ে তা দিয়ে ছাগলটি জবেহ করে। হযরত কাআব বাড়ির লোকদের বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করি তোমরা এটি খেয়ো না। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট কাউকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, ততক্ষণ তোমরা এটি খেয়ো না। তিনি নবী (সা.) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন বা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। নবী (সা.)এর অনুমতি দেন। উবাইদুল্লাহ্ বলেন: আমার এই বিষয়টি খুব পছন্দ হয়েছিল যে সে মেয়ে হয়ে (ছাগল) জবেহ করেছিল।

(ব্যাখ্যা:) হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বলেন: এই হাদীসটির সম্পর্ক সেই আদেশের সঙ্গে নেই যাতে বৈধ ও অবৈধ বিষয়াদির বর্ণনা রয়েছে, বরং এর সম্পর্ক অভিভাবকত্বের সঙ্গে। মেয়েটি ছাগল মালিকের দাসী ছিল। এদিক থেকে ছাগলগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। সে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে কিন্তু তা হিতের জন্য। ছাগলটি মারা যেতে দেখে জবেহ করেছে। অতএব, রক্ষক এবং অভিভাবকের জন্য এমনটি করা বৈধ আর অভিভাবক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এমনটি করার অধিকার পায় যা ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

(বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ)

বাদশাহরাও এই জামাতে প্রবেশ করবে আর তাদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই জামাতে যুক্ত হবে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

জামাতের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি দিব্য-দর্শন।

'দিব্য-দর্শনের মাধ্যমে আমার নিকট প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বাদশাহরাও এই জামাতে প্রবেশ করবে। সেই বাদশাহদের আমাকে দেখানোও হয়েছে, যারা অশ্বারোহী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এও বলেছেন যে, আমি তোমাকে আশিস দান করর, এমনকি বাদশাহরাও তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে।

এক সময় পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই জামাতে এমন লোকদের নিয়ে আসবেন আর তাদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই জামাতে যুক্ত হবে।"

সৎসঙ্গ

কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا। (সূরা শামস, আয়াত: ১০) সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পেল যে আত্মশুদ্ধি করল। আত্মশুদ্ধির জন্য সৎসঙ্গ, পুণ্যবানদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা অত্যন্ত উপযোগী। মিথ্যার ন্যায় অসৎ গুণ ঝেড়ে ফেলা বাঞ্ছনীয়। আর যারা এই পথের পথিক তাদের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে নিজের ভুল ভ্রান্তিগুলির সংশোধন করে নেওয়া উচিত। যেরূপে ভুল খুঁজে বের না করলে শ্রুতি লেখন সঠিক হয় না,অনরূপভাবে ভুল-ত্রুটি বের না করলে আচরণ সঠিক হয় না। মানুষ এমন একটি প্রাণী যার সংশোধন প্রক্রিয়াটি সরল ও সমান্তরালভাবে চলে, অন্যথায় সে বিপথে চালিত হত।"

খোদা-ভীতি

রাত্রিকালে যখন সর্বত্র নীরবতা ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, আর আমি একাকী থাকি,সেই সময়ও খোদার স্মরণে হৃদয় ভীত হয়, কেননা তিনি অমুখাপেক্ষী।

বিনয়

মানুষ যখন সফলতা অর্জন করে আর তার মাঝে কোনও দুর্বলতা ও বিপদ থাকে না, সেই সময় যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে এবং খোদাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই কামেল।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৬)

তোমরা এমনভাবে কথা বলবে যাতে অন্যরা বুঝতে পারে আর তার বিভ্রান্তি দূর হয়। অর্থাৎ সেই কথা বলা উচিত যা অজ্ঞতাকে নির্মূল করে আর সম্বোধিত ব্যক্তির বোধগম্য অনুসারে হয়। যে ব্যক্তি ত্বরাপরায়ণ হয়ে ক্রোধ ও উত্তেজনার শিকার হয় সে অপরকে কখনও বোঝাতে পারে না। শত্রুদের সামনে যা বল সত্য বল। অপরকে হেদায়াতের কথা বলতে গিয়ে নিজেরাই যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ১২৬ নং আয়াত

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হিদায়াত প্রাপ্ত।

(সূরা নহল: ১২৬)

এর ব্যাখ্যায় বলেন: 'হিকমত' শব্দের অর্থ বিনম্রতাও হয়। বিনম্রতা সহকারে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি এমনটি করে না, ত্বরাপরায়ণ হয়ে ক্রোধ ও উত্তেজনার শিকার হয় সে অপরকে কখনও বোঝাতে পারে না।

নবুয়তের অর্থের দিক থেকে এর অর্থ হবে, ঐশী বাণীর সাহায্যে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান কর। কুরআন করীম নিজে যে সকল যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছে সেগুলিকেই তাদের সামনে উপস্থাপন কর, নিজের পক্ষ থেকে অসার যুক্তি উপস্থাপন করো না। মুসলমান জাতি যদি এই রহস্যটি অনুধাবন করতে পারত তবে ইহুদী ও খৃষ্ট মতবাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করত। কুরআন করীমই আমাদের একমাত্র অস্ত্র যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'ওয়া জাহিদু বিহিম' (ফুরকান, ৫ম রুকু)। এই কুরআনের তরবারি নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে জিহাদের জন্য বের হও। কিন্তু পরিতাপ,

এরপর ৯ এর পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৩)

'ইসলামে খোদার অবধারণা' বিষয়ের উপর হুযুরের আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ।

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পারে পর হুযুর আনোয়ার বলেন:

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

সর্বপ্রথম আমি সমস্ত জলসায় আগত সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের যে অনুষ্ঠানটিতে আমি অ-আহমদী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি সেটি জার্মানীর জলসা সালানার যথারীতি অংশে পরিণত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেহেতু আপনাদের অধিকাংশই মুসলমান নন, তাই আমি আমার ভাষণে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছি 'ইসলামে খোদার অবধারণা' বিষয়টিকে। এই বিষয়টির উপর সন্তোষজনক আলোচনার জন্য যদিও সময় খুবই সংক্ষিপ্ত,তবু আমি ইসলামের প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের আলোকে খোদা তা'লার মৌলিক গুণাবলী বর্ণনা করার চেষ্টা করব। এই বিষয়টি নির্বাচন করার কারণ হল, যখন খোদা তা'লা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষামালা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তৈরী হওয়া বহু সংশয় ও সন্দেহ নিজে থেকেই দূর হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে একটি সর্বব্যাপী ধারণা তৈরী হয়ে আছে যে, ইসলাম যে খোদাকে উপস্থাপন করে সেই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। মনে করা হয় যে খোদা তা'লা মানুষকে বাধ্য করে এবং শাস্তি দেয় আর জাহান্নামে দেওয়াই কেবল তাঁর কাজ। সাধারণ্যের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, ইষলামের খোদা প্রতিটি পাপ এবং দোষত্রুটির শাস্তি অবশ্যই দান করেন, তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদ নিতান্তই ভুল এবং সত্যের পরিপন্থী। যে খোদার আমরা উপাসনা করি এবং যাঁর সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি সকল শক্তির অধিকারী, তিনি সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশক্তিমান। সেই সত্তার প্রতিটি বিষয় করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনিও দয়ালুও। তাই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা সুসংবাদ দান করেছেন-

'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে।'

(আল আরাফ:১৫৭))

অনুরূপভাবে বলেন, 'তুমি বল,'হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব, ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা যুমর: ৫৪)

এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত ইহকালে ও পরকালে না হইত,তাহা হইলে সেই কাজের জন্য যাহাতে তোমরা লিপ্ত হইয়াছিলে, তোমাদিগকে অবশ্যই এক গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত।

(সূরা নূর: ১৫)

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লার অসীম ভালবাসার আরও একটি উদাহরণ হল তিনি ভাল কাজের দশগুণ বেশি প্রতিদান দেন কিন্তু মন্দ কাজের শাস্তি সেই কাজের সমান দেওয়া হবে।

এই কয়েকটি উদাহরণ ইসলামে বিদ্যমান খোদার বাস্তবতা বর্ণনা করে। এই উদাহরণগুলি থেকে কি অত্যাচারী খোদার অবধারণা পাওয়া যায় না কি একজন স্নেহশীল ও দয়ালু খোদার ধারণা পাওয়া যায়?

বস্তুত কুরআন করীমে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যার থেকে আমরা খোদা তা'লার রহীমিয়্যত, করিমিয়্যত এবং রবুবিয়্যত সম্পর্কে জানতে পারি। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি মাত্র।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিঃসন্দেহে একথাও সঠিক যে, ইসলামের মতে যে কেউ সৎ কর্ম করে অথবা এর বিপরীতে কেউ পাপ করে, তাকে সেই কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান বা শাস্তি প্রদান করা হবে। কেউ কোনও অপরাধ করল আর অন্য ব্যক্তিকে তার শাস্তি দেওয়া হল- এমনটি হতে পারে না। যখন কি না জগতের নিয়ম অনুসারেও একজনের বোঝা অন্য কারও উপর চাপানো বা একজনের পাপের শাস্তি অপরকে দেওয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তবে খোদা তা'লার নিয়মে একজনের অপরাধের শাস্তি অপরজনকে দেওয়া কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? খোদা তা'লার বিচার ও প্রজ্ঞা অনন্য আর মানব মস্তিষ্ক ও চিন্তা খোদার বিচারকে আয়ত্ব করতে পারে না।

সুতরাং আমরা কিভাবে ধরে নিব যে খোদা তা'লা ন্যায় এবং প্রজ্ঞা বিবর্জিত বিচার করেন বা মানুষের করা বিচারের থেকে নিম্নমানের বিচার করেন? নিঃসন্দেহে যদি এমন সিদ্ধান্ত বা বিচারকে খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করা হয় যা অনুসারে অপরাধ একজন করল আর শাস্তি অন্য কাউকে দেওয়া হল, সেক্ষেত্রে খোদা তা'লাকে অত্যাচারী এবং অবিচারকারী হিসেবে কল্পনা করা ছাড়া আমাদের কাছে কোনও পথ থাকবে না। যেমন- পুত্র ভুল করল আর পিতাকে শাস্তি দেওয়া হল। যে খোদা এমন অবিচার করে, নিঃসন্দেহে তাকে অবিচারকারী এবং প্রতিশোধপরায়ণ খোদা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু ইসলামের খোদা যাবতীয় প্রকারের অবিচার এবং অন্যায় থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। বরং তিনি বলেন তাঁর কৃপা, স্নেহ ও দয়া অত্যন্ত ব্যপক ও গভীর এবং ক্ষমাশীলতা তাঁর প্রধান গুণ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আমি একথাও বলতে চাই যে, ইসলামের খোদা সেই খোদা যিনি সকলের প্রভু। একজন প্রভুর কাছে তার ভৃত্যদেরকে ক্ষমা করার পূর্ণ অধিকার থাকে। এই বিষয়টি বুঝে উঠতে পারলে খোদা তা'লা বা ইসলামের উপর কোনও আপত্তি আসতে পারে না যে,আল্লাহ্ তা'লা কেন ক্ষমা করে দেন? আর তিনি মানবজাতিকে দয়া ও ক্ষমার চাদরে কেন আবৃত রাখেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের যে উদাহরণ আমি বর্ণনা করেছি তা থেকে প্রমাণ করেছি যে মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষ থেকে ইসলামের খোদার ধারণার উপর যে সমালোচনা করা হয় তা কেবলই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও না বোঝার কারণে। আর এমন দৃষ্টিভঙ্গির কারণ জ্ঞানের অভাব কিম্বা ইসলামকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বদনাম করার এবং এর অবমাননা করার বাসনা রাখা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি বলেছি, আমি খোদা তা'লার সেই সব গুণাবলী সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করতে চাই যেগুলি কুরআন করীমের প্রথম সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আর এই সূরাটি একজন মুসলমান তার প্রতিটি ফরয নামাযে পাঠ করে থাকে, আর নামায ছাড়া বিভিন্ন দোয়াতেও এই সূরাটি সে পড়ে থাকে। এই মুহূর্তে এটিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারব না, কিন্তু সেই মৌলিক গুণাবলীর রূপরেখা আপনাদের সামনে অবশ্যই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কুরআন করীমের সর্বপ্রথম সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের সকলের রব বা প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্॥ আল্লাহ্ শব্দের অর্থ হল এমন এক সত্তা যিনি সকল প্রকারের পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। যিনি সেই সকল গুণাবলী এবং ক্ষমতাবলীর এক ও অদ্বিতীয় মালিক যা মানুষের চিন্তা শক্তি কল্পনাও করতে পারে না। তা ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার অজস্র গুণাবলী এমন রয়েছে যেগুলি মানুষ তার সীমিত বুদ্ধির কারণে উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ্ শব্দটি একটি স্বতন্ত্র নাম যা এমন এক কামেল সত্তার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে যে সকল প্রকারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং সকল প্রকার পরিপূর্ণ গুণাবলী ও সৌন্দর্যের অধিকারী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা যখন এই দাবি করি যে আল্লাহ্ তা'লা একজন কামেল সত্তা, তখন এই দাবির ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেননা, 'কামাল'(পরিপূর্ণতা)-এর সংজ্ঞা দুটি মৌলিক বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। সর্বপ্রথম কোনও বস্তু পরিপূর্ণ হতে হলে তা বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং নিষ্কলুষ ও ত্রুটিহীন হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়, কোনও বস্তু বা সত্তা যখন পরিপূর্ণ হওয়ার দাবি করে, তখন অপরের প্রতি তার কৃপা, দয়া এবং হিতৈষা অনন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

"বর্তমানে আমাদের জামা'তের জন্য অনেক মসজিদের প্রয়োজন। এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ঘর। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হবে, ধরে নাও সেস্থানে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গিয়েছে। তবে শর্ত হলো, মসজিদ প্রতিষ্ঠায় উদ্দেশ্য আন্তরিক হওয়া। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে যেন (মসজিদ নির্মিত) হয়।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

আপনারা এই মসজিদ কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বানিয়েছেন এটিই আমার বিশ্বাস। আপনারা মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করবেন'' -থেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন।

মানুষ তখনই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির যোগ্য হয় যখন (সে) তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে, তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে, নিজের বয়আতের অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করে।

এই মসজিদ আবাদ রাখা আমাদের দায়িত্ব। পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করা আমাদের দায়িত্ব। সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা বিশ্ববাসীকে প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। নিরন্তর দোয়ার মাধ্যমে আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য। নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের (বিষয়ে) চিন্তা করা আমাদের দায়িত্ব।

আজ আমাদেরকেই খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার উন্নত মার্গে উপনীত হতে হবে; যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন। আমাদেরকেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে, আমাদেরই সবদিকে ভালোবাসার বিস্তার করতে হবে এবং ঘৃণা দূর করতে হবে।

আমাদেরই মাঝে খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকা উচিত, কেননা প্রত্যেকটি কাজের বিধায়ক হলেন আল্লাহ তা'লা, আর ইসলামই এখন বিশ্বের জন্য পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর এই মিশন বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি নিজেদের ভূমিকা পালন করছি? আমরা কি অপকর্ম নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি? আমরা কি পুণ্যকর্মসমূহ অবলম্বনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছি? ইবাদতের উন্নত মার্গ অর্জন করার জন্য আমরা কি যথাযথ চেষ্টা করছি?

আমাদেরকে সেসব বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা মসজিদ আবাদকারী। মসজিদ আবাদকারীদের চিহ্ন হলো, তারা এক নামায শেষে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস-এর বায়তুল ইকরাম মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জামাতের সদস্যদেরকে আহমদী মুসলমান হিসেবে তাদের দায়িত্বাবলী পালনের উপদেশ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৭ অক্টোবর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৭ ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۟ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ (الاعراف:30تا32)

তাশাহ্ হুদ, তা'উয, সূরা ফাতিহা এবং সূরা আরাফ-এর ৩০-৩২ নং আয়াত পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তুমি বলো, 'আমার প্রভু ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন। আর (এ আদেশও দিয়েছেন) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্‌র প্রতি) নিবদ্ধ রাখো এবং আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) প্রত্যাবর্তন করবে।একদলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় এরাই আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং এরা নিজেদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে। হে আদমসন্তান! তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজ সৌন্দর্য (অর্থাৎ, তাকওয়ার পোশাক) অবলম্বন কর এবং আহার কর ও পান কর, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০-৩২)

আজ আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে মসজিদ উদ্বোধনের সৌভাগ্য প্রদান করছেন। যদিও এর নির্মাণ কাজ কিছুকাল পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এখন হচ্ছে। এখানে মসজিদ হিসেবে প্রথমে একটি হলঘর বানানো হয়েছিল, কিন্তু এখন আপনারা যথারীতি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এখন খুবই সুন্দর (ও) ভালো একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ধারণক্ষমতার দিক থেকেও এটি বেশ বড়। যারা এই মসজিদ নির্মাণে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে এই মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আপনারা এই মসজিদ কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বানিয়েছেন এটিই আমার বিশ্বাস। আপনারা মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করবেন'' -থেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস-১১৮৯)

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে নির্মিত মসজিদের প্রতি দায়িত্ব মসজিদ নির্মাণের পরই শেষ হয়ে যায় না, বরং মানুষ তখনই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির যোগ্য হয় যখন (সে) তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে, তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে, নিজের বয়আতের অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করে।

আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা আমরা যু গ-ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে মেনেছি। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানা এবং তাঁর হাতে বয়'আত করা আমাদের ওপর একটি গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করে। তাঁর (আ.) হাতে বয়'আত করেই আমাদের

কাজ শেষ হয়ে যায় নি বরং কাজ পূর্বের চেয়ে বেড়ে গেছে। (সেসব কাজ যদি করি) আমরা কেবল তখনই সেই সব পুরস্কারের ভাগীদার হবো যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। অতএব, আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে।

এই মসজিদ আবাদ রাখা আমাদের দায়িত্ব। পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করা আমাদের দায়িত্ব। সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা বিশ্ববাসীকে প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। নিরন্তর দোয়ার মাধ্যমে আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য। নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের (বিষয়ে) চিন্তা করা আমাদের দায়িত্ব। তবেই আমরা মসজিদের প্রাপ্য অধিকারও যথাযথভাবে প্রদানে সক্ষম হবো।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কোথাও ইসলামকে পরিচিত করাতে চাইলে (সেখানে) মসজিদ বানিয়ে দাও।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

এই মসজিদ নির্মাণের কল্যাণে বাহ্যিকভাবে অত্রাঞ্চলে ইসলাম পরিচিতি লাভ করবে। কোন কোন প্রতিবেশী এসেছেন এবং তারা ভালো অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদিও বর্তমানে অনেক মানুষের সমাগম, ভিড় ও কোলাহল, তা সত্ত্বেও কয়েকদিন আগে একান্ত (মসজিদ) সংলগ্ন একজন প্রতিবেশী সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন আর তিনি বলেছেন যে, আমরা আনন্দিত যে আমরা আপনাদের মতো প্রতিবেশী পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা উচিত আর অপ্রয়োজনীয় হৈচৈ ও হট্টগোল এখানে করা উচিত নয়। আইনের গণ্ডিতে থেকে সব কাজ করা উচিত। যাহোক, মসজিদের সাথে প্রতিবেশীরাও পরিচিত হবে আর এখানে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারীরাও জানতে পারবে। পরিচয়ের এই যে রাস্তা খুলেছে, এতে আপনাদের তবলীগের পথও সুগম হবে। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হতে হবে এবং হওয়া উচিতও বটে। দুনিয়ার মানুষ যেন স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায় যে, এই বস্তুবাদি সমাজে এমন মানুষও আছে যারা (এই) জগতে বসবাস করেও, জাগতিক কাজকর্ম করা সত্ত্বেও ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী এবং নিজেদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সৃষ্টির কাজে আসে। এ বিষয়গুলো যখন জগৎপূজারীরা দেখে তখন তাদের মাঝে কৌতূহল জাগে আর এগুলোই ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করে। কাজেই, এখন প্রত্যেক আহমদীকে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক প্রতিফলন হতে হবে।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতেও মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দায়িত্বের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। ন্যায়বিচার করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোন জাতির শত্রুতাও যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে বিরত না রাখে। যে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীর মান এমন, তিনি অন্য কারো সম্পর্কে ভুল বা অন্যায় চিন্তা করতেই পারে না; কারো ক্ষতি করার তো প্রশ্নই উঠে না, বরং এমন মানুষ অন্যের উপকার করার সুযোগ খুঁজতে থাকবে। এমন অধিকার প্রদানকারী মানুষ নিশ্চয় সমাজে এক পুণ্য প্রভাব বিস্তার করে আর এই পুণ্য প্রভাবই পরে তবলীগের পথ উন্মুক্ত করে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মু'মিনদের যারা মসজিদে আসে, তাদের সর্বপ্রথম মসজিদের বরাতে যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করো, আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ন্যায়বিচার করা। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে অন্যদের এবং শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার করার আদেশ দিচ্ছেন সেখানে আপনজনদের সাথে আমাদের কত বেশি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আমাদের বসবাস করা উচিত! অবস্থা এমন হলে এধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার স্নেহের দৃষ্টিও পড়ে। এমন মানুষ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের ইবাদত কবুল করেন। কিন্তু একজন মানুষ বাড়িতে তার স্ত্রীর সাথে যদি সদ্ব্যবহার না করে, সবসময় তাকে যদি তির্যক মন্তব্য ও খোঁটার লক্ষ্যে পরিণত করতে থাকে, এছাড়া সন্তানরা যদি তার বিষয়ে ভীতত্রস্ত থাকে আর সে নিজ কর্ম দ্বারা সন্তানদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হয়, তাহলে এমন মানুষের জামাতী কাজ ও ইবাদত আল্লাহ্‌র সমীপে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা রাখে না। এই দ্বিমুখী আচরণের কারণে মানুষ নিজেকে বৈ অন্য কাউকেই ধোঁকা দেয় না।

অতএব যে ভেতরে ও বাহিরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী সে-ই প্রকৃত মু'মিন। ভেতর ও বাইরে যার কথা ও কাজ এক রকম তারাই সত্যিকার অর্থে মসজিদ আবাদ করার দাবি পূরণকারী। কেননা তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীত।

কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো এই মানে উপনীত হওয়া। অন্যথায় কেবল মসজিদ বানানো এবং এখানে এসে নিজের মাথা থেকে তাড়াতাড়ি বোঝা নামানোর মত করে নামায পড়ে নেওয়া কোনো গুরুত্ব রাখে না। কিন্তু মানুষ যখন এই মানে উপনীত হয় তখন সে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় হয়ে থাকে; তার পরিণতি শুভ হয়। কেননা সে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি বান্দার অধিকারও প্রদান করছে। অতএব এবিষয়ে কারো গর্ব করা উচিত নয় যে, আমি অনেক নামায পড়ি, পাঁচবেলা মসজিদে আসি, জামা'তের কাজ করছি; আর এটি যথেষ্ট। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে বান্দার অধিকার প্রদান করে না সে আল্লাহ্‌র প্রাপ্যও প্রদান করে না।

(জামে তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৫৪)

অতএব আমাদের কোনো আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন হওয়া উচিত নয়। সে-ই হলো সত্যিকার ইবাদতকারী এবং মসজিদ আবাদকারী যে নিজ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি রেখে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলে। আবার আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী না মান, ধর্মকে শুধুই আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে নিজের অবস্থার সংশোধন করার সর্বাত্মক চেষ্টা না কর এবং তওবা ও ইস্তেগফার করার প্রতি স্থায়ীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ না কর, তাহলে শয়তান তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয়ে তওবা ও ইস্তেগফার করার প্রতি স্থায়ীভাবে মনোনিবেশ কর। বর্তমানের এই বস্তুবাদী পরিবেশে তো এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তখনই সফলতা অর্জিত হবে আর তখনই একজন নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় আল্লার দরবারে উপস্থিত হতে সক্ষম হবে।

মুসলমানদের নৈতিক অবনতির ফলেই ইসলাম ধর্মের অধঃপতন শুরু হয়। যখন তারা ন্যায়বিচার ও ইবাদতকে লোকদেখানো বিষয় বানিয়ে নিয়েছে অথবা এর দাবি পুরণ করে নি তখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে।

নিঃসন্দেহে তারা সুন্দর সুন্দর মসজিদ বানিয়েছে এবং বানাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোতে ইবাদুর রহমান সৃষ্টি হয় নি। ইদানিং পাকিস্তানে তো আহমদীদের মসজিদ ভূপাতিত করার জোর তৎপরতা চলছে। এর কারণ (হিসেবে তারা বলে), আহমদীদের মসজিদগুলো যেন আমাদের মসজিদের মত না দেখায়, সেগুলোতে যেন মিনার না থাকে এবং সেগুলোতে যেন মেহরাব না থাকে। এ বিষয়েই তারা গর্ববোধ করে যে, আহমদীদের ওপর আমরা নির্যাতন করছি; অথবা তাদের মনগড়া ধারণা অনুসারে আহমদীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতি বা এদিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি। প্রথম যুগেও যেহেতু এই অধঃপতন ঘটেছিল আর তা এজন্যই ঘটেছিল যে, মসজিদগুলো কেবল বাহ্যিকভাবে আবাদ ছিল। কোনো কোনো জায়গায় অল্প কিছু সংখ্যক খাঁটি মুসলমানও দৃষ্টিগোচর হতো, কিন্তু সার্বিকভাবে অধঃপতন বিরাজ করছিল। অবশ্য এগুলো হওয়ারই ছিল আর মহানবী (সা.)-ও এ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু এই অন্ধকার যুগের পর আলোর যে যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে এসেছে আর মহানবী (সা.)-এর যে নিষ্ঠাবান দাসের হাতে আমরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার এবং পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধ মেনে চলার অঙ্গীকার করে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাই যেভাবে আমি বলেছি, আমাদের অবস্থার প্রতি আমাদের অনেক মনোযোগ দিতে হবে। অ-আহমদীদের মসজিদের অবস্থা যেন আমাদের মসজিদগুলোর না হয়। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, পবিত্র কুরআনের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই বাকি থাকবে না, আর সে যুগের লোকদের মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আবাদ হলেও হেদায়েত শূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে বসবাসকারী নিকৃষ্টতম জীব;তাদের মধ্যে থেকেই নৈরাজ্যের সূচনা হবে এবং তাদের মাঝেই ফিরে যাবে।

(আল জামিয়ো লি শোবিল ঈমান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৮, হাদীস-১৭৬৩)

বর্তমানে আমরা এসব কিছুই অধিকাংশ মুসলমানদের মসজিদগুলোতে লক্ষ্য করছি। অতএব বর্তমানে আমরা যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি তা আমাদেরকে সতর্ক করে। এগুলোতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নেই। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, শুধুমাত্র এ কথার ওপর জোর দেওয়া হয় যে, জামা'তের মসজিদগুলোর মিনার ভেঙে ফেল। [তারা মসজিদ বলে না, বরং উপসনালয় (বলে)।] এদের মেহরাব ভেঙ্গে ফেল। এছাড়া ধর্মের আর কোনো সেবা তাদের নেই, কোনো ন্যায়বিচার নেই। যাহোক এ বিষয়গুলো আমাদের নিষ্ঠার সাথে মসজিদ এবং বান্দাদের অধিকার প্রদান করার রীতি শিখায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতগুলোর প্রথমটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "ইসলামের বাহ্যিক ও দৈহিক দিকটিতেও দুর্বলতা এসে গেছে। ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর সেই শক্তি ও প্রতাপ অবশিষ্ট নেই। আভ্যন্তরীণভাবেও সে বিষয় যা 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন' এ শেখানো হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

আভ্যন্তরীণভাবে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আর বহিরাগত আক্রমণকারীরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কুকুর এবং শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাদের উদ্দেশ্য ও সংকল্প হলো ইসলামকে ধ্বংস করা এবং মুসলমানদের বিনাশ করা। .....

এখন খোদার কিতাব ব্যতীত এবং তাঁর সাহায্য ও উজ্জ্বল নিদর্শন ছাড়া তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা নিজ হাতে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫০)

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে এখন আমরা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা যদি বয়আতের দাবি পূর্ণ করে নিজেদের অবস্থাকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী সংশোধন না করি এবং নিজেদের অবস্থার ওপর সর্বদা দৃষ্টি না রাখি, তাহলে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব না যারা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এই যুগে নিজেদের বয়আতের দাবি পূরণ করার ছিল। আমরাই সেসব লোক যারা ইসলামের হারানো সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা খুবই ভয়ংকর চিত্র এবং বাস্তবে আমরা এমনটিই দেখি। বিশ্ববাসীকে আমাদের বলতে হবে, তোমরা যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান কর এবং তোমাদের দৃষ্টিতে এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট; কিন্তু স্মরণ রেখো! এরাই সেসব লোক যাদের শিক্ষার অনুসরণের মাঝে পৃথিবীর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নির্ভরশীল। সুতরাং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়াবনত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করে জগদ্বাসীকে আমাদের পথ দেখানোর কাজ করে যেতে হবে।

কোনো কোনো যুবক প্রশ্ন করে; এক যুবক প্রশ্ন করেছে, কীভাবে আমরা এমন লোকদের মোকাবিলা করতে পারি যারা আমাদের বিদ্রুপ করে। তাকে আমি বলেছিলাম, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি কর এবং এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক যে, বর্তমানে পৃথিবীর স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা আমাদের হাতেই নিহিত। কেননা আমরা সেই মসীহ্ মওউদ এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের অনুসারী, যাকে আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে জীবন দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। যাকে মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষাকে প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। এখন তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলেই ইহকাল ও পরকাল সুন্দর সুনিশ্চিত করতে পারবে। বিশ্ববাসীকে বলুন, তোমরা পার্থিব চাকচিক্য ও উন্নতিতেই আনন্দিত হয়ে যেও না। মৃত্যুর পরের জীবন চিরস্থায়ী জীবন আর সেখানে যদি মানুষ শূন্য হাতে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে, এরপর তিনি কী ব্যবহার করবেন সেটা তিনিই ভালো জানেন। কিন্তু একইসাথে এ বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, যদি জগদ্বাসীকে সকল খুঁটিনাটি তুলে ধরে সতর্ক করতে হয়, তাহলে আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজও যেন এই শিক্ষাসম্মত হয়। আমাদের ইবাদতের মান যেন উন্নত হয় আর আমাদের বান্দার অধিকার প্রদানের মানও যেন উন্নত হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলাম এবং মুসলমানদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আরো বলেন, "ইসলাম যে বিষয়ের নাম, বর্তমানে তাতে পার্থক্য এসে গেছে। সমস্ত ঘৃণ্য চরিত্র ছেয়ে গেছে । অর্থাৎ যা উন্নত চরিত্র তা অধঃপাতে গিয়েছে, আর সেই নিষ্ঠা যার উল্লেখ 'মুখলিসীনা লাহুদ দিন'-এ করা হয়েছে তা আকাশে উঠে গেছে। খোদার সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদার ওপর ভরসা করা বিলুপ্তপ্রায়। এখন আল্লাহ্ তা'লা নবরূপে এই শক্তিমত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার অভিপ্রায় গ্রহণ করেছেন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৫২-৩৫৩)

অতএব, আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা ইসলামের এই অবক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থাকে শোধরানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি। অমুসলিম এবং ইসলাম বিরোধী লোকেরা যে ইসলামের ওপর আক্রমণ করেছে আর এই সুমহান ধর্মকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছে- এতে মুসলমানদের নিজেদেরও হাত ছিল। মুসলমানরা যদি বিকৃতির শিকার না হতো তাহলে শত্রু কখনো এভাবে ইসলামের ওপর আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু আজ আমাদেরকেই খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার উন্নত মার্গে উপনীত হতে হবে; যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন। আমাদেরকেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে, আমাদেরই সবদিকে ভালোবাসার বিস্তার করতে হবে এবং ঘৃণা দূর করতে হবে। আমাদেরই মাঝে খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকা উচিত, কেননা প্রত্যেকটি কাজের বিধায়ক হলেন আল্লাহ তা'লা, আর ইসলামই এখন বিশ্বের জন্য পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; আর এজন্য আমাদের সবধরনের শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলীকে কাজে লাগাতে হবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুলতানে নাসীর তথা সাহায্যকারী হতে হবে। এটি খোদা তা'লা নির্ধারিত তকদীর, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর যেসব কাজ ন্যস্ত করেছেন এবং যেসব প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছেন তা তো ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমরা যদি এ কাজে সহযোগিতা করি তাহলে আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি অর্জনকারী হবো। আমরা যদি অগ্রসর না হই তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন জাতিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করবেন; কিন্তু এ কাজ অবশ্যই হবে। অতএব, আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং যেখানে যেখানে ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা।

কী কী দুর্বলতা আছে যেগুলোকে দূর করতে হবে?- এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "বর্তমান যুগে লোকদেখানো কাজ, আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, (এটিও একপ্রকার অহংকার;) আত্মম্ভরিতা তথা নিজেকেই সব কিছু মনে করা, অহংকার, বড়াই, দম্ভ প্রভৃতি বাজে অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে আর 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন' প্রভৃতি যেসব উত্তম গুণাবলী ছিল তা আকাশে উঠে গেছে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

খোদা-নির্ভরতা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদার অভিপ্রায় হলো, (নতুনভাবে) যেন এসবের বীজ বপিত হয়।

অতঃপর তিনি বলেন, "এসব অপকর্ম এখন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুণ্যকর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যিনি আপন বান্দাদের প্রতি অতি কৃপালু , তিনি বান্দাদের ধ্বংস করতে চান না। তিনি এখন এই ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, পুণ্যকর্ম যেন বৃদ্ধি পায় আর অপকর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব, আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর এই মিশন বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি নিজেদের ভূমিকা পালন করছি? আমরা কি অপকর্ম নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি? আমরা কি পুণ্যকর্মসমূহ অবলম্বনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছি? ইবাদতের উন্নত মার্গ অর্জন করার জন্য আমরা কি যথাযথ চেষ্টা করছি?

পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্যও খোদা তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়। যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে না থাকি যা মূলত ইবাদতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে, এমন ইবাদত যা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়; নিছক নিজের ইচ্ছাআকাঙ্ক্ষার পূরণের জন্য নয়; এমনটি হলে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিরর্থক বা সেসব বিষয় অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা বৃথা।" অতএব, খুবই গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত, নিজের কাজ-কর্ম নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী করা প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"কর্মের জন্য শর্ত হলো নিষ্ঠা। যেমনটি তিনি বলেছেন, "মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন"। এই নিষ্ঠা সেই লোকদের মাঝে থাকে যারা আবদাল বা পরিবর্তিত মানুষ হয়ে থাকেন।" তিনি (আ.) বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রাখ, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার হয়ে যায় খোদা তা'লা তার হয়ে যান।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৪)

সুতরাং এটি সেই রহস্য যা আত্মস্থ করা প্রয়োজন। আমরা নিজেরা খোদা তা'লার অধিকার আদায় না করেই বলে দিই, খোদা তা'লা আমাদের দোয়া শুনেন না; কিছু লোকের এ অভিযোগও হয়ে থাকে। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন, আমরা খোদা তা'লার কতটুকু অধিকার আদায় করতে পেরেছি? আল্লাহ্ তা'লা এতটাই কৃপালু যে, আমাদের অগণিত ভুল-ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে স্বীয় দানে ধন্য করে চলেছেন। সুতরাং আমাদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, আমরা খোদা তা'লার অধিকার কীভাবে আদায় করতে পারি। আল্লাহ তা'লার সবচেয়ে বড় প্রাপ্য হলো, তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করা। মসজিদ আমরা তৈরী করেছি, এখন এর অধিকার আদায় করুন; এতে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতের জন্য আসুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি ইবাদতের জন্য জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি। হ্যাঁ, এই ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে স্থায়ী ও পরম আত্মসমর্পণের চেতনা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যক্তিগত গভীর ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। আর ভালোবাসা বলতে একতরফা ভালোবাসাকে বুঝায় না, বরং স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ভালোবাসাকে বুঝায়। যেন বজ্রের আগুনের ন্যায় যা মৃত্যুবরণকারী মানুষের উপর পতিত হয় এবং যা তখন মানুষের ভিতর

থেকে নির্গত হয়ে মানবীয় দুর্বলতাগুলোকে ভস্মিভূত করে দেয় এবং উভয়ে মিলিতভাবে পুরো আধ্যাত্মিক সত্তাকে করায়ত্ত করে নেয়।"
(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ-এর পরিশিষ্ট, খণ্ড-২১, পৃ: ২১৭-২১৮)

অতএব স্থায়ী মনোযোগের সাথে নিবিষ্ট চিত্তে নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করতে হবে। আর তা তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা থাকবে, এমন গভীর ও একান্ত ভালোবাসা যা আর কারো সাথে থাকে না। তখন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং মানুষের আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এমন ফল বয়ে আনে যা এক বিপ্লব সাধন করে।

যারা সামান্য দোয়া করে ক্লান্ত হয়ে যায় বা যারা দোয়ার দর্শন জানতে চায়, যারা খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়,তাদের এই উদ্ধৃতির প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত।

কেবল প্রয়োজনের সময়ই আল্লাহ্ ত'লার দরজায় হাত পাতার জন্য যাবেন না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক ব্যক্তিগত ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। এমনটি করলে আল্লাহ্ তা'লা সেই মানুষকে ভালোবাসেন। এজন্য আল্লাহ্তা'লা ও তাঁর রসূলের আদেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্র রসূলকে ভালোবাসাও আবশ্যক এবং ভালোবাসার আবেগ নিয়ে আনুগত্য করতে হবে। এরপর আল্লাহ্ ত'লার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই উভয় ভালোবাসা যদি একত্রিত হয়, তখন যেমনটি তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ ত'লার কৃপারাজির এমন বারিধারা বর্ষিত হয় যা মানুষের চিন্তাচেতনার উর্ধ্বে ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, যেহেতু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খোদা তা'লার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন', তাই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রকৃতিতেই কিছু না কিছু (অংশ)নিজের জন্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন। আর গুপ্ত থেকে গুপ্ততর উপকরণ দ্বারা তাকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, খোদা তা'লা তোমাদের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য এটি নির্ধারণ করেছেন যে , তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে। কিন্তু যারা নিজেদের এই প্রকৃত ও স্বভাবগত উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করে জীবজন্তুর ন্যায় কেবল পানাহার এবং নিদ্রা যাপনকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, তারা খোদা তা'লার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় আর তাদের জন্য খোদা তা'লার কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। যে জীবনের তিনি দায়িত্ব নেন তা হলো, 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন' আয়াতের ওপর ঈমান আনয়ন করে যে জীবনের অভিমুখ পরিবর্তন করে নেয়, অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে এর ওপর আমল করে এবং ইবাদতকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও ধ্যানজ্ঞান বানিয়ে নেয়। তিনি (আ.) বলেন, মৃত্যুর কোনো ভরসা নেই।..... তোমরা এ বিষয়টি অনুধাবন কর। তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পেছনে খোদা তা'লার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তোমরা তাঁরই হয়ে যাবে। এই বস্তুজগৎ যেন তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি এ বিষয়টি বারবার এজন্য বর্ণনা করি যে, আমার মতে একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, অথচ এটি থেকেই সে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। আমি এটি চাই না যে, তোমরা জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য পরিত্যাগ কর আর স্ত্রী-সন্তানকে পরিত্যাগ করে কোনো জঙ্গলে অথবা পাহাড়ে গিয়ে বসে পড়। ইসলাম এটিকে বৈধ জ্ঞান করে না। জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্যও কর, স্ত্রীসন্তানদের অধিকারও প্রদান কর, এটিই ইসলামের শিক্ষা। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম তো মানুষকে কর্মঠ, চৌকস ও সোচ্চার দেখতে চায়। এজন্য আমি বলব, তোমরা পুরো চেষ্টা ও সাধনার সাথে ব্যবসাবাণিজ্য কর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যার জায়গা-জমি রয়েছে, সে যদি তা যথাযথ চাষাবাদের চিন্তা না করে তবে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং কেউ যদি এর এই অর্থ গ্রহণ করে যে, সে জাগতিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেবে- তবে সে ভুল করে; এমনটি করা উচিত নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, এটি নিশ্চিত করা যে, এ সকল ব্যবসাবাণিজ্য যা তোমরা করে থাক তার পেছনে উদ্দেশ্য যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি হয়, আর তাঁর অভিপ্রায় থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের স্বার্থ এবং ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিও না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সুতরাং এটি অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনার বিষয়। তিনি অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে বলছেন, আমি বারবার এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এ বিষয়টি ভুলে যেও না যে, তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? যদি আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবী করে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই তবে আমাদের বয়আত মূল্যহীন, আমাদের বুলি ফাঁকা। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করা আবশ্যক। ভাবুন, আত্মজিজ্ঞাসা করুন এবং চিন্তা করুন যে, পুরো দিনে কত মিনিট খোদা তা'লার ইবাদতে ব্যয় করে থাকেন। কয়েক মিনিটে নামায আদায় করে, আর তা-ও কিছু বুঝে আর কিছু না বুঝে (আদায় করে) আমরা কি আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হব?

খোদা তা'লা আমাদেরকে জাগতিক কাজ করতে নিষেধ করেন না, বরং একজন প্রকৃত মু'মিনের কাছে তার কাজে-কর্মে, ব্যবসায়, কৃষিতে সাফল্যের পরম মার্গে পৌঁছার আশা রাখেন। কিন্তু পাশাপাশি এটিও বলেন যে, এ জাগতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে যেও না। নিজ নামাযের সুরক্ষা করবে। মসজিদ নির্মাণ করেছ- ভালো কথা, কিন্তু এর বাহ্যিক সৌন্দর্যে গর্বিত হয়ে যেও না, বরং এর প্রকৃত সৌন্দর্য যা সত্যিকারের ইবাদতকারীদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়- সেদিকে দৃ ষ্টি দাও। তাকওয়ার পথে অগ্রসর হও এবং তাকওয়ার মান অর্জন করার চেষ্টা কর। যখন তা অর্জিত হবে তখন তোমরা নিজেদেরকে প্রকৃত ইবাদতকারী বলতে পারবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রকৃত ইবাদতকারীদের কাজ হলো, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা। এজন্য নামায আদায়কারীদের জন্য সার্বজনীন নির্দেশ হচ্ছে নিজ পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখ ও প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু কর, কেননা বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন তা মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপরও প্রভাব ফেলে। ওযু করলে মানুষ এমনিতেও সতেজ-সজাগ হয়ে যায় এবং নামাযে সঠিক মনোযোগ থাকে।

অতঃপর নামাযের নির্দেশের পাশাপাশি একটি নির্দেশ এটিও রয়েছে যে, পানাহার কর কিন্তু অপচয় করো না। এর একটি সাধারণ অর্থ হলো, সুষম খাবার খাওয়া। একজন মুমিন পানাহারে বাড়াবাড়ি করে না। আর বাড়াবাড়ি না করায় তার স্বাস্থ্যও ঠিক থাকে আর ইবাদতও সঠিকরূপে হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ এটিও যে, প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পানাহার করা আর ঘুমিয়ে থাকা নয়, কেননা এটিকে আল্লাহ্ তা'লা (নিম্ন প্রজাতির) জীব-জন্তুর বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমি মাত্রই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি পড়েছি, তাতেও তিনি (আ.) সুস্পষ্ট করেছেন যে, এটি জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য। এটিকে যদি আরো বিশ্লেষণ করেন তাহলে এর অর্থ এটিও সামনে আসে যে, শুধুমাত্র জাগতিক কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ো না বা পড়ে থেকো না, বরং নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধাবন কর। একজন প্রকৃত বান্দা জাগতিক কাজও করে, কিন্তু তাতে সে এতটা নিমজ্জিত হয় না যে, নামায পড়ার বা নামাযের সময়ের চেতনা হারিয়ে বসবে। বরং নামাযের সময় তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়া উচিত যে, এখন আমার জাগতিক কাজের সময় শেষ, আমাকে এখন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হতে হবে। নামায আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য আদায় করে পড়তে হবে। এমন নয় যে তাড়াহুড়ো করে পড়ে নিল; বরং গুছিয়ে, সুন্দর করে পড়তে হবে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন তা ও সৌন্দর্যর সাথে সাথে নিজ হৃদয়ও তাকওয়ার অলংকারে সুসজ্জিত করতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের পানাহারের অনুমতি রয়েছে, প্রত্যেক পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তা বৈধ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক কাজকর্ম করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এসব বিষয় যদি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মসজিদে যাবার ও ইবাদত করার কথা তোমাদের ভুলিয়ে দেয়- তবে তা সীমালঙ্ঘন; আর আল্লাহ্ তা'লা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। লোকে বলে, পাঁচবেলা নামায ফরয করে দিয়েছেন- এ কেমন কথা! বর্তমান যুগে এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ! মানুষ পাঁচবেলা নামায পড়ার জন্য কাজ থেকে কীভাবে বিরতি নেবে?' আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি কঠিন কাজ নয়, বরং তোমাদের শুধুমাত্র জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা করা এবং খোদাকে ভুলে যাওয়া হলো সীমালঙ্ঘন; আর এই সীমালঙ্ঘন তোমাদেরকে ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে গেলে তার আর কিছুই বাকী থাকে না। সে দাবি করতে পারে যে 'আমি মুসলমান, আমি আহমদী, আমি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুসারে যুগের ইমামের হাতে বয়আত করেছি,' কিন্তু তার কর্মকাণ্ড তাকে আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন করছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাগতিক আয়-উপার্জনও কর, কিন্তু ধর্মকেও সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখ, এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না। প্রকৃত মু 'মিন সে-ই যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়, আর যখন একজন মানুষ প্রকৃতই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য

দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য রিযকের নিত্য-নতুন সব পথ উন্মু ক্ত করে দেন এবং তার কাজকর্মেও বরকত দান করেন। সুতরাং যে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করে এবং নিজের জীবন আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধসম্মত করে, নিজের ইবাদতসমূহে উন্নত মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার জাগতিক চাহিদাও পূর্ণ হয়ে যায়। জাগতিক কামনা-বাসনা একটি ক্রমবর্ধমান বিষয়, আর যদি তা বেড়ে যায় তবে তা এমন এক আগুন যা কখনো নির্বাপিত হয় না। মানুষ যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে এসব জাগতিক কামনা-বাসনার আগুন (সবসময়)প্রজ্জ্বলিত হবার আশংকা থাকে না। এই আগুন এমন যা কখনো নিভে না, মানুষ এতে ভস্মিভূত হয়ে যায় আর পরজীবনে তার কিছুই লাভ হয় না।

মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্র মসজিদসমূহ সেসব মানুষই আবাদ করে যারা খোদা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে। সু তরাং আমাদেরকে সেসব বিশ্বাসীদের অন্তর্ভু ক্ত হতে হবে যারা মসজিদ আবাদকারী। মসজিদ আবাদকারীদের চিহ্ন হলো, তারা এক নামায শেষে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকে।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ, হাদীস-২৩৯১)

যে 'কখন সময় হবে এবং আমরা নামাযে যাব!' সুতরাং এটি হলো মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে। মসজিদ আবাদ করতে হবে এবং জানতে হবে কীভাবে আমরা তা আবাদ করতে পারি! সুতরাং এই মসজিদ নির্মাণের পর এটিকে আবাদ করার দায়িত্ব স্থানীয় লোকদের; আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করার, নিজের সংশোধন করার ও নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও খোদা তা'লার সাথে যুক্ত করার উপায়। নতুবা বর্তমান যুগের চাকচিক্য আমাদের সন্তানদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাবে। তাই শৈশব থেকেই তাদের মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা ও ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। এটি বাবা-মা উভয়েরই দায়িত্ব। সেইসাথে একথাও স্মরণ রাখবেন, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, মসজিদ নির্মিত হবার ফলে ও এখন উদ্বোধন হবার ফলে জামা'তের পরিচিতি আরও বাড়বে; মসজিদ এবং ইসলামের পরিচিতি বাড়বে, ফলে তবলীগের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে এবং গণসংযোগও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোও প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"বর্তমানে আমাদের জামা'তের জন্য অনেক মসজিদের প্রয়োজন। এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ঘর। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হবে, ধরে নাও সেস্থানে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গিয়েছে। তবে শর্ত হলো, মসজিদ প্রতিষ্ঠায় উদ্দেশ্য আন্তরিক হওয়া। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে যেন (মসজিদ নির্মিত) হয়।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

সুতরাং যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গিয়েছে। যদি এখানকার আহমদীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আন্তরিক হয় এবং ইবাদতের মান সুউচ্চ হয়, তবে ইনশাল্লাহ আপনারা ধরে নিতে পারেন যে এখানে জামাতের উন্নতির ভিত এখন রচিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং নিজেদের ইবাদত এবং নিষ্ঠার মানকে উন্নত করুন। পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই নিষ্ঠা এবং দোয়ার তাৎপর্য ও ইবাদতের গুরুত্ব সৃষ্টি করতে থাকুন, তাহলে আমরা এই পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত লোকদের মাঝেও এক বিপ্লব সাধিত হতে দেখব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:"মসজিদের আসল সৌন্দর্য এর বাহ্যিক নির্মাণশৈলীর সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সেই নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করে।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৭০)

আল্লাহ্ তা'লা সকলকে সুযোগ দিন যেন তারা আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় করতে পারে এবং এই মসজিদ আবাদ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া ও ইবাদতকে কবুল করুন। (আমীন)

****

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাউল্লাহ্র বার্ষিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার(আই.)-এর সমাপনী ভাষণ।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ:তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় করোনার কয়েকটি বছর পর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউকে পুনরায় বৃহত্তর পরিসরে তথা জাতীয় স্তরে ইজতেমার আয়োজন করার সুযোগ পেয়েছে। আমি দোয়া করি এবং আশা রাখি, আপনারা নিশ্চয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছেন। লাজনা সদস্যাদের সবসময় চিন্তা করা উচিত যে, এই অঙ্গসংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কী? লাজনা ইমাইল্লাহ্র অংশ হওয়ার অর্থ কী? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্র সংগঠন গঠন করেন, তখন তিনি গভীর চিন্তাভাবনার পর এই সংগঠনের এই নাম দিয়েছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্র আক্ষরিক অর্থ হল, আল্লাহ্র দাসীদের সংগঠন। আপনারা যেখানে আল্লাহ্র দাসীদের সংগঠনে যোগ দিয়েছেন আর নিজেরা ধর্মের খিদমতের অঙ্গীকার করেছেন সেক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে হবে। প্রথম কথা হল, প্রত্যেক সদস্যাকে নিজের ঈমান এবং বিশ্বাসের অক্ষুন্নতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের সেই আধ্যাত্মিক মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যা একজন বিশ্বাসীর জন্য আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে নিরক্ষর মরুবাসীদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কুল লাম তু'মিনু ওয়ালাকিন কূলূ আসলামনা, বল যে, তোমরা এখনও বিশ্বাস কর নি কিন্তু এ কথা বলতে পারো যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, মরুবাসীরা এটি বলতে পারে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে, তাদের মু'মিন হওয়া বা বিশ্বাস করার অথবা সত্যিকার বিশ্বাস অর্জনের দাবি করা উচিত নয়। তখনও তারা সেটি অর্জন করতে পারে নি। তার কারণ হল, ঈমানের দাবি এবং ইসলামের দাবি কিন্তু ভিন্ন বিষয়। যে কলেমা পাঠ করে সে বলতে পারে যে, আমি মুসলমান কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির এ কথা বলার অধিকার নেই যে, সে সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়ে গেছে। এই দাবি করা যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তিমান সত্তা আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল এবং ইসলাম খাঁটি ধর্ম- এটি বিশ্বাসের মৌলিক দিক। নিরঙ্কুশ ঈমানের জন্য উন্নতমানের বিশ্বাস থাকা দরকার। আর সেই পর্যায়ে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ আল্লাহ্র সব নির্দেশ সে মেনে না চলে। তাই প্রথম বিষয় যা প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত তা হল, তাদেরকে ঈমানে পরিপূর্ণ হতে হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মু'মিন তারা যাদের কর্ম তাদের বিশ্বাসের সত্যায়ন করে, হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রথিত থাকা উচিত। মু'মিন তারা যারা তাদের খোদাকে প্রধান্য দেয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়। অতএব নিজের বিশ্বাসকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া মু'মিন হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও এটি মৌলিক বিষয়। স্মরণ রাখা উচিত, নিজের ঈমানকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া, এটি এমন একটি অঙ্গীকার যা প্রত্যেক আহমদী আহাদনামা পাঠ করার সময় করে থাকে আর এটি আমাদের বয়আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য খুব অবিচলতার সাথে তাকওয়ার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথ বা কঠিন পথ অতিক্রম করে আর তারা খোদার ভালবাসার সাগরে নিমজ্জিত থাকে। সত্যিকার বিশ্বাসী বা মু'মিন তাকওয়ার পথে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। জাগতিক চ্যালেঞ্জ যেমনই হোক না কেন, তারা আল্লাহ্কেই সবকিছু মনে করে। আর তাদের পুরো সত্তা আর পুরো জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা জাগতিক কামনা-বাসনা তাদের যা-ই থাকুক না কেন, খোদার ভালবাসার মোকাবিলায় সেগুলো তাদের সামনে অর্থহীন এবং গুরুত্বহীন। মানুষ তাদের প্রিয়জনের অনেক যত্ন নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে অথবা প্রিয়জনদের জাগতিক চাহিদা পূর্ণ

এরপর শেষের পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

আমার বার্তা হল–

নিজ সন্তান–সন্ততির তরবীয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। তাদেরকে সময় দিন। তাদের পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগ দিন। তাদেরকে জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার প্রতি মনোযোগী হন। নিজেদের বাড়িতে এমন পরিবেশ তৈরী করুন যাতে শিশুদের ভাল তরবীয়ত হয় এবং সেই শিশু সমাজের কল্যাণকর অংশ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারতের ৪৪তম বার্ষিক ইজতেমায় সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বিশেষ বার্তা

২০২২ সালের ২১,২২ ও ২৩ শে অক্টোবর (শুক্র, শনি ও রবিবার) কাদিয়ান দারুল আমান–এ অঙ্গ সংগঠনগুলির বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল যেখানে বিভিন্ন অধিবেশনে জ্ঞানবর্ধক ও প্রশিক্ষণমূলক ও ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। কোভিড–১৯–এর পর এ বছর বার্ষিক ইজতেমা পূর্ণক্ষমতায় আয়োজিত হয়। এই ইজতেমায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে জামাতের বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাদিয়ানে এক মহাসমারোহ ঘটে। আলহামদোলিল্লাহ। মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত–এর বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) যে বার্তা প্রেরণ করেছিলেন তা উপস্থাপন করা হল।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ھو الناصر

ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য

MA 18-10-22

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত–এর প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত তাদের বার্ষিক ইজতেমা আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ইজতেমাকে সকল দিক থেকে কল্যাণমণ্ডি করুন এবং এর শুভপরিণাম প্রকাশ করুন।

আমাকে এই উপলক্ষ্যে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। আমার বার্তা হল, নিজ সন্তান–সন্ততির তরবীয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। তাদেরকে সময় দিন। তাদের পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগ দিন। তাদেরকে জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার প্রতি মনোযোগী হন। নিজেদের বাড়িতে এমন পরিবেশ তৈরী করুন যাতে শিশুদের ভাল তরবীয়ত হয় এবং সেই শিশু সমাজের কল্যাণকর অংশ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সন্তানের তরবীয়ত সহজ কাজ নয় আর বিশেষ করে এই যুগে, যখন কিনা পদে পদে শয়তান দ্বারা তৈরী করা আকর্ষণের বিষয়সমূহ বিভিন্ন রূপে নিত্যনতুনভাবে আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন দোয়া এবং এর পন্থা শিখিয়েছেন, তাই আমরা চাইলে নিজেদেরকে এবং সন্তানদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিপ্লব সাধনের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার অংশ হওয়ার জন্য আমাদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ প্রয়োগ করতে হবে এবং নিজেদের প্রজন্মেও এই প্রেরণার সঞ্চার করতে হবে। আমাদের যে উদ্দেশ্যাবলী রয়েছে তার জন্য দোয়াও করতে হবে। তাদের তরবীয়তও করতে হবে, কেননা সমাজের এই সব কলুষতা এবং মলিনতা থাকা সত্ত্বেও আমরা শয়তানকে সফল হতে দিব না। আর পৃথিবীতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ।

কুরআন করীমে হযরত যাকারিয়া (আ.) প্রসঙ্গে সূরা আম্বিয়ায় সেই দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়– رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ হে আমার খোদা তুমি আমাকে নিঃসঙ্গ ত্যাগ করো না আর তুমি । এই দোয়ায় যে خَيْرُ الْوَارِثِينَ বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে কেবল সন্তান তথা জাগতিক উত্তরাধিকারী লাভের জন্য দোয়া করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমন উত্তরাধিকারী লাভের জন্য দোয়া করা উচিত যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। আর স্বভাবতই এমন দোয়া সেই সব মানুষই যাচনা করতে পারে যারা নিজেরাও ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়। মানুষ যদি জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকে,তবে পুণ্যবান উত্তরাধিকারী কিভাবে চাইবে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "অতএব নিজে পুণ্যবান হও এবং নিজ সন্তানের জন্য পুণ্য ও তাকওয়ার উৎকৃষ্ট নমুনা হয়ে ওঠ আর তাকে মুত্তাকি এবং ধর্মপরায়ণ করে তোলার জন্য চেষ্টা ও দোয়া কর। তাদের জন্য সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য যতটা চেষ্টা করা ততটা চেষ্টা একাজেও কর।"

(মালফুযাতম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০৯)

অতএব, সন্তানের জন্য দোয়া এবং এই চিন্তাধারা নিয়ে বাসনা করা উচিত যে সন্তান যেন এমন হয় যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। যারা আমাদের অর্থাৎ পিতামাতা ও বংশের সম্মান প্রতিষ্ঠা করবে এবং পূর্বপুরুষের সম্মান প্রতিষ্ঠা করবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"খোদা তা'লার সাহায্য তারাই পায় যারা সব সময় পুণ্যকর্মে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে, কোনও একটি স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে না, আর তাদেরই পরিণাম শুভ হয়। " পরিণাম শুভ হওয়ার জন্য তিনি বলেন, "নিজের এবং স্ত্রী–সন্তানদের জন্য নিরন্তর দোয়া করতে থাকা উচিত।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, যেন আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তার সন্তানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হয়ে ওঠে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার রক্ষাকারী হয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সন্তানদেরকেও যেন আমাদের নয়নের স্নিগ্ধতা বানিয়ে রাখেন আর এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে। (আমীন)

ওয়াসসালাম, খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

১২৭তম বার্ষিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া,

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ আদেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে জলসা সালানার ভিত রেখেছেন। তিনি জলসা সালানার অসাধারণ কল্যাণরাজি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করে, তেমনি অপরদিকে সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি আধ্যাত্মিকতা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অনুরাগ এবং ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় জলসা সালানার কল্যাণ ও উপকারিতা তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে সর্বপ্রথম সংক্ষেপে জলসা সালানার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী এবং এর পটভূমি বর্ণনা করা হচ্ছে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন মসীহ্‌র হওয়ার দাবি করলেন তখন মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁর উপর কুফরের ফতোয়া দেওয়ার জন্য তার শিক্ষা মৌলবী নাজীর হোসেন দেহেলবীর শরণাপন্ন হন। মৌলবী নাজীর হোসেন দেহেলবী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উপর কাফের হওয়ার ফতোয়া দিয়ে পুরো দেশে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তার বিশ্বাস ছিল, বনী ইসরাঈল-এর নবী হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত রয়েছেন আর তিনি আকাশ থেকেই অবতরণ করবেন। তাই, তার মতে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় কারো মসীহ হওয়ার দাবি করা কুফর। সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করার জন্য এবং সেই সত্যকে অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিল্লী সফর করেন যাতে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সব থেকে বড় আলেম হিসেবে গণ্য মৌলবী নাজীর হোসেন দেহেলবীর সঙ্গে ঈসা (আ.)-এর জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মোবাহাসা করা যায় আর ফলশ্রুতিতে জনসাধারণের নিকট সত্য উন্মোচিত হয়। কিন্তু মৌলবী নাজির হোসেন দেহেলেবী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, কোনও ভাবেই মোবাহাসা করতে সম্মত হল না। রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ডের শুরুতে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

মৌলবী নাজীর হোসেন দেহেলবী মোবাহাসা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অজুহাত দিল যে এই ব্যক্তি কাফের আর কাফেরের সঙ্গে মোবাহাসা হতে পারে না। দিল্লী থেকে ফিরে এসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'আসমানি ফায়সালা' নামেএকটি পুস্তক রচনা করেন। আর এই পুস্তকে মৌলবী নাজীর হোসেনকে ঐশী মীমাংসার মাধ্যমে মোকাবালার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কুরআন করীমে মুত্তাকী এবং মোমেনের চারটি লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। সেই চারটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মৌলবী নাজীর হোসেন আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করুক। যদি আমি কাফের হই আর নাজির হোসেন মোমেন হন তবে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন আমার সঙ্গে থাকবে না, নাজির হোসেনের সঙ্গে থাকবে। মুত্তাকি ও মোমেনের সেই চারটি বৈশিষ্ট হল নিম্নরূপ।

প্রথম, একজন কামেল মোমেন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রায়ই সুসংবাদ লাভ করে। অর্থাৎ কোনও ঘটনার পূর্বেই সুসংবাদ, তার অভিলাষ বা তার বন্ধু বান্ধবদের যে চাহিদা রয়েছে সে সম্পর্কে তাকে অবগত করা হয়। দ্বিতীয়, কামেল মোমেনের নিকট অদৃশ্যের এমন সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেগুলি কেবল তার নিজের জন্য বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিষয়েই নয়, বরং যা কিছু নিয়তির সিদ্ধান্ত নাযেল হওয়ার থাকে বা কিছু খ্যতনামা ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে কোনও পরিবর্তন হওয়ার থাকে, সে সম্পর্কে কামেল মোমেনকে প্রায় সময় সংবাদ দেওয়া হয়। তৃতীয়, কামেল মোমেনের অধিকাংশ দোয়া গৃহীত হয় আর প্রায় সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার পূর্বে জানিয়েও দেওয়া হয়। চতুর্থ, কামেল মোমেনের উপর কুরআন করীমের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্মজ্ঞান সব থেকে বেশি প্রকাশিত হয়।

(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৩)

জয়-পরাজয়ের মীমাংসা কি করে হবে সে সম্পর্কে তিনি বলেন: 'মোকাবালার জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা এই যে, পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঞ্জুমান নিযুক্ত করা হোক। যদি প্রতিপক্ষের এই প্রস্তাবটি পছন্দ হয় তবে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে আঞ্জুমানের সদস্যগণ নির্বাচন করা হবে আর মতানৈক্যের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর এটি যুক্তিসঙ্গত হবে যে, চারটি বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করার জন্য উভয় পক্ষ এক বছর পর্যন্ত আঞ্জুমানে নিজেদের লেখনী নির্দিষ্ট তারিখে পাঠাতে থাকুক আর আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট তারিখে বিস্তারিত প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার জানিয়ে উভয় পক্ষকে চিঠি পাঠানো হবে। (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

১ম পাতার শেষাংশ...

বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস মুসলমানদের হাতে রয়েছে, কিন্তু নেই শুধু এর তরবারিটি যেটি নিয়ে যুধ করার আদেশ ছিল।

مَا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ এর দিক থেকে আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা এমনভাবে কথা বলবে যাতে অন্যরা বুঝতে পারে আর তার বিভ্রান্তি দূর হয়। অর্থাৎ সেই কথা বলা উচিত যা অজ্ঞতাকে নির্মূল করে আর সম্বোধিত ব্যক্তির বোধগম্য অনুসারে হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

অর্থাৎ আমাদেরকে আঁ হযরত (সা.) মানুষের সঙ্গে তাদের বোধগম্যতা ও জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। কিছু মানুষ বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাঙাচোরা শব্দ এবং পরিভাষা প্রয়োগ করে ভাষার গাম্ভীর্য প্রদর্শন করতে চায়। তাদের বক্তব্য অজ্ঞদের উপর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে, কিন্তু সেই বক্তব্য কারো কোনও উপকারে আসে না।

সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলাকেও হিকমত বলা হয়। এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হবে, এমন কথা বলো যা সত্য এবং প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেকে বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে। এই পন্থা অনুচিত। শত্রুদের সামনে যা বল সত্য বল। অপরকে হেদায়াতের কথা বলতে গিয়ে নিজেরাই যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যেয়ো না। যেমনটি বলা হয়েছে لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (মায়েদা, রুকু: ১৪) যদি তোমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক তবে অন্য কেউ পথভ্রষ্ট রয়েছে কি না তা নিয়ে তোমরা চিন্তিত থেকো না। অর্থাৎ এমন কোনও কাজ করে বসো না যা করলে পাপ হয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে , তার মাধ্যমে তুমি তাকে হিদায়াত দিবে। যখন তোমার এবং অপরের হিদায়াতের মাঝে সংঘাত দেখা দেয় তখন তুমি নিজের হিদায়াতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হও। আর অপরের হিদায়াতের বিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ন্যস্ত কর, কেননা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না যে একজন মোমেন কাফের হওয়ার বিনিময়ে একজন কাফের মোমেন হোক। তিনি অন্যদেরকে হিদায়াত দিতে চান।

স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় কথা বলাকেও হিকমত বলে। এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতের অর্থ হবে, তবলীগের ক্ষেত্রে স্থান-পাত্র বিবেচনা করে কথা বলা বাঞ্ছনীয়। যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে কিছু যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ফলে বিরুদ্ধবাদীরা ক্ষুব্ধ হবে আর তারা তোমার কথা না শুনবে না, তবে অকারণে তাকে উত্তেজিত করার জন্য এমন কথা বলা অসঙ্গত হবে। তুমি তার সামনে অন্য যুক্তি বর্ণনা কর যেগুলি সে ঠান্ডা মাথায় শুনতে পারে। অর্থাৎ কথা বলার সময় আগে মেজাজ পরখ করে নাও। তুমি যদি তাকে অযথা বিগড়ে দাও তবে কোনও লাভ হবে না।

আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় তবলীগের কৌশল বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে কেউ এই পদ্ধতি মেনে চলবে কখনও নিজের উদ্দেশ্যে পূরণে ব্যর্থ হবে না।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ:২৭৩)

১১ পাতার শেষাংশ...

নিজ বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যারা এসব আয়াতের পূর্ববর্তী সম্বোধিত ছিলেন তারা সবাই ধার্মিক ছিলেন। তাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ধর্মের জন্য ছিল এবং জাগতিক বিষয় তারা খোদার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই খোদা তা'লা তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের পথের সমস্ত জাগতিক বাধা দূর করে দেন যেগুলো তার ধর্মের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব যদি জাগতিক কাজের পরোয়া না করে নামায সময়মত আমরা আদায় করি, অনুরূপভাবে জাগতিক কাজকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্মের কাজকে প্রাধান্য প্রদান করি তাহলে সমস্ত শক্তির উৎস খোদা তা'লা বলেছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের দুশ্চিন্তা আমি দূর করে দিব। অতএব মানুষ খোদা তা'লার কী সাহায্য করবে? আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি আমাদেরকে ধর্মের সেবা করার তৌফিক দিচ্ছেন, আমাদের নেকী বা পুণ্যের প্রতিদান দিচ্ছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করছেন আর এরপর এই সমস্ত নেয়ামত দানের পরও আমাদেরকে নিজ ধর্মের সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করছেন। এটিও তিনি ঘোষণা করেছেন যে, কতটা অনুগ্রহশীল আমাদের খোদা, কতটা দয়ালু আমাদের খোদা যার ধারণা বা কল্পনাও আমরা করতে পারি না। অতএব আমাদের উচিত, আমরা যেন খোদা তা'লার প্রকৃত বান্দা হয়ে তাঁর নির্দেশনাসমূহ পালন করে তাকওয়ার পথে পদচারণা করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি এবং এটি আমাদের প্রকৃত আনসার হওয়ার মূলমন্ত্র। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

****

যুক্তরাজ্যের মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার(আই.)–এর সমাপনী ভাষণ।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আই.) বলেন: একটু আগেই আমি লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলাম। আর তাদেরকে কতিপয় বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এই কথাগুলো শুধু নারীদের জন্য নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই বিষয়গুলোর দিকে যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করে এসব পুণ্য অবলম্বন করা বা সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন। অবশ্য আমি কিছু উদাহরণ মহিলাদের দৃষ্টিপটে উপস্থাপন করেছি তাদের পরিবেশ অনুযায়ী কিন্তু অধিকাংশ উদাহরণ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, সত্যের উন্নতমান বা ইবাদতের প্রতি মনোযোগে তো পুরুষদেরও একই মান অর্জন করা উচিত যেন নিজেদের পরকাল সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের তরবিয়তের জন্য আদর্শ হয়ে তাদেরও ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত করার কারণ হতে পারেন। কারও কারও অভ্যাস হয়ে থাকে নিজেদেরকে তারা নসীহতে সম্বোধিত মনে করে না এবং অন্যদের মনে করে, এরপর এ কথা বলে দেয় যে, দেখেছ! যুগ-খলীফা অমুক জামা'তকে বা জামা'তের অমুক শ্রেণীকে কিভাবে কঠোরভাবে নসীহত করেছেন? এরপর তারা এ কথাও বলে যে, তাদের তো এমনই সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। নিজের প্রতি তারা দৃষ্টি দেয় না। তাদের উচিত ছিল, প্রত্যেকে যেন নিজেদেরকে সম্বোধিত মনে করে এবং নিজেদের দিকেই যেন দৃষ্টি দেয়। নিজেকেই যেন যাচাই করে দেখে যে, আমি কী? আর এটি দেখা উচিত যে, অন্যদের যেসব কথা বলা হচ্ছে বা যেকোনো শ্রেণিকেই সম্বোধন করেই যুগ-খলীফা কথা বলছেন, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তিনি কিছু কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমরা যেন নিজেদের যাচাই করে দেখি যে, আমরা কি সেই মানে উপনীত হতে পেরেছি? অতএব এই বিষয়টি যদি অনুধাবন করা হয় যে, যুগ-খলীফা কখনও বিভিন্ন দেশের আহমদীদেরকে কোন কোন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বা জামা'তের সদস্যদের বিভিন্ন পুণ্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন তাহলে আমরাও আহমদী হিসেবে নিজেদেরকে যাচাই করে দেখব যে, আমাদের মাঝে সেই ধরনের নেকী বা পুণ্য আছে কিনা যেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে বা আমাদের মাঝে সেই সকল দুর্বলতা নেই তো যেগুলোকে পরিত্যাগ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে?

অতএব এখন যখন কিনা টিভির মাধ্যমে পুরো বিশ্ব যোগাযোগের দিক থেকে এক হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেক আহমদীর জন্য সেসব কথা যা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে জামা'তের উন্নতির জন্য বলা হয়ে থাকে তা যদি নিজেদের সম্বোধিত বলে মনে করি এবং তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করি তাহলে এক বিপ্লব আমরা নিজেদের অবস্থার মাঝে সৃষ্টি করতে পারি। অতএব প্রথম কথা হল, যেসব কথা আমি লাজনাদের উদ্দেশ্যে বলেছি, আনসাররাও যেন নিজেদেরকেও সেগুলো সম্বোধিত মনে করে। পুরুষ এবং নারী যখন একত্রিত হয়ে পুণ্যকে অবলম্বন এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করবে তখন আমরা এক বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হবে যা আমরা নিজেদের ঘরেও সৃষ্টি করতে পারব, নিজেদের অবস্থার মাঝেও সৃষ্টি করতে পারব, নিজেদের সন্তানদের মাঝেও সৃষ্টি করতে পারব, নিজেদের সমাজের মাঝেও সৃষ্টি করতে পারব। অতএব আপনারা প্রাপ্তবয়সে উপনীত পুরুষরা যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছেন তাদের বিশেষভাবে এই বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক নেকী বা পুণ্যের কথা জামা'তের যে শ্রেণিকেই সম্বোধন করে বলা হোক না কেন সেটিকে শুধু নিজেদের ওপর প্রযোজ্য বলব না বরং অন্যদের সামনে আদর্শ স্থানীয় হয়ে প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রচার করার জন্য এসেছিলেন, যাকে আমরা মান্য করেছি এই মর্মে যে, নিজেদের সংশোধন করব এবং পৃথিবীর সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করব, তো এর জন্য প্রত্যেক নেকী বা পুণ্যকে অবলম্বন করা বা অর্জন করা এবং প্রত্যেক মন্দকর্মকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব নসীহত করেছেন তার প্রেক্ষিতে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। যেমনটা আমি বলেছি যে, আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে উপনীত লোকেরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণতার নিরিখে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে তাই এ বিষয়টি তাদের প্রতি দাবি রাখে যে, তাদের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক দিক থেকেও উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নিজেদের যাচাই করতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে আমরা কী পরিমাণ পরিবর্তন সাধন করেছি? আর অন্যদের এর মাধ্যমে কী উপকার করতে পেরেছি? এক উপলক্ষে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমাদের জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা আদর্শস্থানীয় বানাতে চান। অতএব জামা'তের বিচারবুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে যারা অংশ আখ্যায়িত হতে পারে যেমন আমি বলেছি, তারা হল সেসব লোক যারা আনসারদের বয়সে উপনীত হয়েছেন।

অতএব ইবাদতের মানের দিক থেকেও এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং অন্যান্য নেকী বা পুণ্যের দিক থেকেও আনসারুল্লাহ্‌ই সেই সংগঠন হওয়া উচিত যারা আদর্শস্থানীয় হবে আর এটি তখনই হতে পারে যখন মানুষের হৃদয়ে তাকওয়া বিচরণ করবে। তবেই এমন মানুষের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, মানুষের ইবাদতের এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের মান প্রতিষ্ঠিত হয়। তবেই এমন ব্যক্তি প্রকৃত আনসার হিসেবে গণ্য হতে পারে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ কারণে নিজ মান্যকারীদের বহু স্থানে অনেক বেদনার সাথে তাকওয়ার পথে চলার বিষয়ে বারবার নসীহত করতে থেকেছেন কেননা তাকওয়া হল একটি মৌলিক জিনিস। অতএব এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা অনুগ্রহকারী। অতএব আমাদের প্রত্যেকে যেন নিজেদের যাচাই করে দেখে যে, আমাদের মাঝে কতটা তাকওয়া রয়েছে। আর আমাদের অনুগ্রহ করার মান কীরূপ? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদেরকে মুহসিনূনদের মাঝে গণ্য করা হয় অর্থাৎ অনুগ্রহকারীদের মাঝে গণ্য করা হয়। অনুগ্রহ করার মান কী? আমরা যখন এই শ্লোগান উচ্চারণ করি যে, আমরা হলাম আনসারুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারী, তাঁর ধর্মের সাহায্যকারী, তবে এই বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ যেন তাকওয়া থাকে এবং আমরা অনুগ্রহকারীও হই। আল্লাহ্ তা'লার আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি সকল শক্তির উৎস বা মালিক। এটিই হল তাঁর একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি একটি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছেন আর এই ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে বলেছেন যে, তোমরা এই ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে যাও এবং আমার ধর্মের সাহায্যকারী হয়ে যাও, তাহলে আমি মনে করব যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সাহায্যকারী। কিন্তু এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'লা) শুধু তাদেরকেই ধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করব যারা তাকওয়াকে অবলম্বনকারী এবং অনুগ্রহকারী। তাকওয়া কী জিনিস? তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা এবং তাঁর ভীতি, তাঁর ভয় হৃদয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে সে এটি চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। আর অনুরূপভাবে অনুগ্রহকারী হল তারা যারা নেকীর বিষয়ে অবগত থাকে এবং নেকী করে বা পুণ্যকর্ম করে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমি তোমাকে তখনই নিজের সাহায্যকারী হিসেবে মনে করব যখন তোমাদের মাঝে তাকওয়া থাকবে। আর তোমাদের প্রত্যেকটি আমল তথা কর্ম এবং ধ্যান-ধারণা নেকীর ওপর ভিত্তি করে হবে, তবেই আমি তোমাদের কর্মকাণ্ডে বরকত সৃষ্টি করব, আমি তোমাদের সাথে দণ্ডায়মান হব, তোমরা ধর্মের সেবার জন্য যে কাজই করবে তাতে সফলতা দান করব। যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ না থাকে তাহলে মানুষের কিইবা মূল্য রয়েছে যে, সে দাবি করবে– আমি হলাম আনসারুল্লাহ্। আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ব্যতিরেকে একটা নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে পারি না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করব এবং আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে তবে শর্ত হল, তোমরা তাকওয়ার ওপর বিচরণ করবে, সৎ পথে চলবে এবং নেকী বা পুণ্য কর্ম করবে। তাহলে আমাদের কাজ যা আমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে করব সেগুলোর এমন পূর্ণ ফলাফল সৃষ্টি হবে যে, দেখা যাবে– আসলেই আমরা আনসারুল্লাহ্ এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাজে অসাধারণ বরকত সৃষ্টি করবেন। অতএব এটি হল সেই ধ্যান-ধারণা যা আমাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক নাসেরের থাকা উচিত কেননা এটি ছাড়া আমাদের বয়আত করার কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় এই নসীহত করেছেন যে, আমাদের জামা'তের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষত এই ধারণায়ও যে

তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে আর তার হাতে তারা বয়আত করেছে যার দাবি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার। যেন সেসব লোক যারা যেকোনো ধরনের বিদ্বেষ ঘৃণা বা শিরকে লিপ্ত ছিল বা যতই জগতের প্রতি আসক্ত হোক না কেন তারা সেসব বিপদ থেকে মুক্ত হয়। যেক্ষেত্রে আমাদের শ্লোগান 'নাহনু আনসারুল্লাহ্'অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারী সেক্ষেত্রে নিজেদের আত্মাকে সর্বপ্রথম পাক-পবিত্র করতে হবে যেন এরপর সেই মসীহ্ মাওউদের সাহায্যকারী হয়ে জগদ্বাসীকে মন্দ এবং শিরক থেকে পবিত্র করতে পারি এবং খোদার নূরে তাদেরকে আলোকিত করতে পারি যার জন্য খোদা তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যদি আমাদের নিজেদের হৃদয়ই জাগতিক কলুষতা এবং নোংরামি এবং লালসায় নিপতিত থাকে তাহলে আমরা জগদ্বাসীর সংশোধন কীভাবে করতে পারি? অতএব এখন যুগের সাথে যুক্ত হয়ে আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব এটি হবে যে, জগদ্বাসীকে এক খোদার সামনে বিনত করা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা তলে একত্রিত করা।

অতএব এর জন্য আমাদেরকে নিজেদের মাঝে উঁকি দিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা কীরূপ আনসারুল্লাহ্ হয়েছি? নিজেদের অভ্যন্তরকে যাচাই করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার জামা'ত এটি জেনে নিক যে, তারা আমার কাছে এসেছে এই উদ্দেশ্যে যেন বীজ বপন করা হয় যার ফলে তারা এক ফলবান বৃক্ষে পরিণত হবে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের প্রতি মনোযোগ দিক বা দৃষ্টি দিক যে তার অভ্যন্তর কেমন? আর তার বাহ্যিক রূপই বা কেমন? তিনি (আ.) বলেন, যদি আমাদের জামা'ত খোদা না করুন এমনই হয়ে থাকে যে তাদের মুখের কথা এক আর তাদের হৃদয়ের অবস্থা ভিন্ন তাহলে শুভ পরিণতি হতে পারে না। এই বয়সে উপনীত হয়ে মানুষের মুখে যদি কিছু থাকে আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু থাকে তাহলে শুভ পরিণতি হবে না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন, একটি জামা'ত যারা অন্তরের দিক থেকে শূন্য এবং কেবল মৌখিক দাবি করে থাকে সেক্ষেত্রে তিনি গানী অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী, তিনি কোনো পরোয়া করেন না। অতএব আমরা প্রকৃত আনসার তখন হতে পারব যখন উন্নত বীজে পরিণত হব আর উন্নত মানের বীজ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন করা এবং যুগের ইমাম এবং প্রত্যাদিষ্টের পূর্ণ আনুগত্য করা একান্ত আবশ্যক। আর যখন এটি হবে তখন আমরা সেই বীজের সেই ফলবান বৃক্ষ হতে পারব যা পৃথিবীকে নেকীর ফল খাওয়াবে। আমাদের কথা এবং কর্ম এক হওয়া একদিকে যেমন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করবে, অপরদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সংশোধনেরও মাধ্যম হবে আর আমরা আশ্বস্ত থাকবো যে, আমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মাঝেও তাকওয়া এবং নেকীর মূল স্থাপন করে যাচ্ছি। সেই যোগসূত্র সৃষ্টি করে যাচ্ছি যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম খোদা তা'লার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সেই ফলবান বৃক্ষে পরিণত হবে যেগুলোতে নেকী বা পুণ্যের ফল ধরে। অনুরূপভাবে জগদ্বাসীকেও এক খোদার দিকে নিয়ে আসার কারণ হবে যেন যুগের প্রত্যাদিষ্টের প্রকৃত আনসার হতে পারে, সাহায্যকারী হতে পারে।

অতএব বিষয়টিকে যত খোলা হবে তত বেশি আমরা অনুধাবন করব যে, আনসারুল্লাহ্র গুরুত্ব কতটুকু আর আমরা নিজেদের অঙ্গীকারকে কীভাবে পালন করব? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে নিজের বক্তব্যের মাঝে এবং সভাসমূহে এত দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি তাঁর মান্যকারীদের কীরূপ মানে উপনীত দেখতে চেয়েছেন আর এটিই সেই মান যা জামা'তের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এক উপলক্ষে নসীহত করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সর্বদা দেখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করেছি। এর মানে হল, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে পড়, অনুধাবন কর, তাঁর নির্দেশের ওপর আমল কর; তবেই বুঝতে পারবে যে, নেকীর ক্ষেত্রে আমরা কতটা উন্নতি করেছি। আমাদের সামনে এক বিধান বা কর্মপন্থা রয়েছে যার নাম কুরআন। এরপর তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকির বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য এটিও রেখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে জাগতিক নোংরামি থেকে পবিত্র করে নিজেই তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান তিনি (আ.) বলেন যে, মুত্তাকীর আলামত বা চিহ্ন কী? বহু চিহ্ন রয়েছে। একটি চিহ্নের উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন যে, যে আল্লাহ্কে ভয় করে তার জন্য তিনি নাজাত বা মুক্তির কোনো না কোনো পথ খুলে দেন আর তাকে সেখান থেকে রিযিক প্রদান করেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে ভয় করে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বিপদের সময় তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন আর তার জন্য এমন রিযিকের উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, তার ধ্যান-ধারণাতেও তা আসতে পারে না। অর্থাৎ এটিও মুত্তাকীর একটি বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন। মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য তিনি এটি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের অনর্থক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী করেন না। অতএব এটি অনেক চিন্তাভাবনার বিষয়। অনেক মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। সাধারণত আমরা দেখি যে, জগতে মানুষ এমন বয়সে যখন উপনীত হয় অর্থাৎ এই বৃদ্ধ বয়সে যখন উপনীত হয় যখন তাদের সন্তানরাও বড় হতে থাকে, তখন সন্তানদের বিষয়ে অনেক চিন্তা থাকে, তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অনেক বেশি চিন্তা থাকে। ৪০ বছর বয়সটি এমন যখন এসব চিন্তা-ভাবনা বেশি আরম্ভ হয় আর কতিপয় লোক যারা জাগতিকতায় মত্ত থাকে বা খোদা তা'লার প্রতি ভরসা যাদের কম থাকে তারা এসব ব্যয়ভার বহনের জন্য বিভিন্ন ছলচাতুরি এবং বিভিন্ন পন্থা অন্বেষণ করে– তা বৈধ হোক বা অবৈধ। যা অনেক সময় অবৈধও হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে, নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজেদের সন্তানদের খরচ নির্বাহের জন্য, ঘর ক্রয় করার জন্য বা অন্য কোনো জাগতিক বাসনা পূরণের জন্য অনেক মানুষ নিজেদের ট্যাক্স অবৈধভাবে ফাঁকি দিয়ে থাকে আর অন্যান্য প্রতারণা করারও চেষ্টা করে থাকে, এমনকি কতিপয় আহমদীও এমনটি করে থাকে। আর শুধু জাগতিক দিকেই নয় বরং চাঁদার ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের উপার্জন ভুল লেখায়। অথচ চাঁদার ক্ষেত্রে তাদের জন্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, শর্ত অনুযায়ী চাঁদা দিতে না পারলে ছাড় গ্রহণ করুন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, জোর-জবরদস্তি করে চাঁদা নেওয়া হবে এবং বলে দিন যে, আমি নিজ পরিস্থিতির কারণে শর্ত অনুযায়ী চাঁদা দিতে পারব না কিন্তু যাতে ভুল বা মিথ্যা বর্ণনা না করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমাদের মাঝে তাকওয়া থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ব্যবস্থা করে দিবেন বা স্বল্পের মাঝেই এমন বরকত তিনি দান করবেন যে, অসাধারণভাবে ব্যয় পূরণের উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর এগুলো শুধু মুখের কথা নয় বরং বহু আহমদী এমন রয়েছেন যারা আমাকে লিখে থাকেন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করেছি আর আল্লাহ্ তা'লা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে আমাদের ব্যয় পূর্ণ হয়ে গেছে, আমাদের আর্থিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন বহু ঘটনা রয়েছে।

আমি যেমনটি বলেছি, আমার কাছে সেগুলো রয়েছে। এখন সময় নেই যে, আমি সেগুলো এখানে বর্ণনা করব কিন্তু বিভিন্ন সময় আমি বর্ণনা করে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বয়ং এর উদাহরণ দিয়েছেন যে, কতিপয় লোক মনে করে যে, মিথ্যা বলা ছাড়া কাজ সমাধা হতে পারে না তাই একদিকে তারা মিথ্যা বলে আর এরপর হঠকারিতা করে নিজেদের নিরুপায় হওয়ার কথা আমাদের সামনে বলে যে, এজন্য আমরা মিথ্যা বলেছিলাম। খুবই হঠকারিতা করে তারা এই কথা বলে দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এই বিষয়টি মোটেই সঠিক নয় বরং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটি কীভাবে হতে পারে যে, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার উপকরণ সৃষ্টির অঙ্গীকার করবেন আর অন্যদিকে কাউকে বলবেন যে, তুমি মিথ্যা বলো এবং নিজে এই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ কর। এটি খোদা তা'লার জন্য সমীচীন নয়। যে খোদার ওপর আমরা বিশ্বাস করি সেই খোদার ক্ষেত্রে এটি শোভা পায় না।হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি ভেবো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল বরং তিনি খুবই শক্তিশালী। যখন তার ওপর কোনো বিষয়ে ভরসা করবে তখন তিনি অবশ্যই তোমার সাহায্য করবেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে সেক্ষেত্রে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। অতএব আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা প্রয়োজন আর এই তাওয়াক্কুল তাকওয়া ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। এটি মৌখিক কথা নয়, মুখে বলে দিলাম যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করি বরং তাকওয়ার উন্নত মান অর্জন করা প্রয়োজন, নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা প্রয়োজন, নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে অন্যতম মানে উপনীত করা প্রয়োজন, অন্যদের অধিকার প্রদানের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন।

অতএব আমরা যদি নিজেদের অবস্থায় প্রকৃত অর্থে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারি যখন ধর্ম জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য পাবে তখন এটি হল সেই প্রকৃত তাকওয়ার মান ও মর্যাদা যখন আল্লাহ্ তা'লা (এরপর ৯ পাতায়.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 10 Nov, 2022 Issue No. 45

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৭ পাতার পর....

করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিন্তু যদি জাগতিক সম্পর্ক এবং চাহিদা তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এমন মানুষ সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাবান মু'মিন হতে পারে না। তিনি (আ.) আরও বলেন, সত্যিকার মু'মিন তারা যারা সেসমস্ত বিষয় থেকে দূরে অবস্থান করে যেগুলো মিথ্যা প্রতিমার ন্যায় হয়ে থাকে অথবা যেগুলো খোদার সন্তুষ্টির পথে বাধা হয়ে থাকে। সেগুলো নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হোক বা অপকর্ম বা ঔদাসিন্য অথবা আলস্যই হোক না কেন।

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে প্রতিটি মোড়ে রয়েছে প্রলুব্ধি যা মানুষকে বিভিন্ন পাপের দিকে নিয়ে যায় অথবা এমন দিকে নিয়ে যায় যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। সত্যিকার অর্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বুঝেই না যে, তার আচরণ ভুল। যেমন কিছু মানুষ প্রতিবেশির সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে না এবং তাদের প্রাপ্য দিতে ব্যর্থ হয়। আর সত্যিকার অর্থে কাউকে ঠাট্টা করা বা তিরস্কার করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়।

আরেকটি সামাজিক রোগ যা আমাদের ইজতেমা বা জলসায়ও এগুলো দেখা যায় যে, মহিলারা নিজেদের জন্য একটা ভাল জায়গা খোঁজে বা সন্তানদের বসার জন্য ভাল জায়গা খোঁজে কিন্তু অন্য কোনো শিশু যদি তাদের কাছে আসে, তারা তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এমনও দেখা গেছে যে, এক মা তার সন্তানকে কিছু খাওয়ার জন্য দিচ্ছে কিন্তু অন্য শিশু যে পাশে বসে আছে তাকে দিচ্ছে না। শিশুর খাবার অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে না বরং তাদেরকে বঞ্চিত রাখে। এটি ঘৃণ্য আচরণ। স্মরণ রাখবেন, অন্যের প্রতি যদি আপনি দয়া প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার শিশুরাও এটি শিখবে। অপরদিকে আপনি যদি দয়ালু হন, বিবেচনা করে কাজ করেন তাহলে আপনার সন্তানরা এটি দেখবে এবং আপনাদের কাছে শিখবে আর এভাবে আপনার সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আপনার সন্তানদের তরবিয়ত করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনের যে আয়াত আমি পড়েছি সেই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, এই দাবি কর না যে, আমরা ঈমান এনেছি বরং দাবি কর যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তার অর্থ হল, সত্যিকার বিশ্বাস ততক্ষণ হৃদয়ে প্রোথিত হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা হয়। আমাদের জামা'তের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দাবি হল, আহমদী জামা'তের অঙ্গসংগঠনের প্রতি অর্থাৎ নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। স্মরণ রাখবেন, আমাদের জামা'তের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা যুগ-খলীফা গঠন করেছেন। এটি সেই সত্য ব্যবস্থাপনা যা বিভিন্ন জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠন হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নির্দেশে এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। যদি জামা'তের কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে অথবা তার আচার-আচরণ যদি দুশ্চিন্তার কারণ হয় তাহলে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কাছে সেই কর্মকর্তার বিষয়টি তুলে ধরা উচিত। কিন্তু কোনো বৈঠকে বসে সেটি সাধারণ সভা হোক অথবা ব্যক্তিগত মিটিং হোক, সেখানে যদি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে ভ্রান্ত আচরণ করেন যার সাথে আপনার ঝগড়া আছে তাহলে সেটি অন্যায় কাজ এবং জামা'তের সত্যিকার শিক্ষা পরিপন্থী, এমন আচরণের কোনো ভাল ফলাফল সামনে আসতে পারে না। বরং এর ফলে মনমালিন্য আরও বাড়বে। আর এভাবে অভিযোগকারীর ঈমান আরও দুর্বল হতে থাকবে। এটিও দেখা গেছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে আহমদীরা যদি স্থানীয় কর্মকর্তাদের কথা যদি মানতে ব্যর্থ হয় অথবা যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের নির্দেশ পালনে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এর ফলে দলাদলি ও ভেদাভেদ আরও বাড়ে। এমন মানুষ তখন খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা আরম্ভ করে এবং তারা খলীফাতুল মসীহ্‌র নির্দেশও পালনে ব্যর্থ হয়। এর ফলে এমন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে ছিটকে যায় এবং তারা ঈমানহারা হয়। স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের যে সত্যিকার অভিযোগ আছে সেগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বরং বৃথা তর্কে লিপ্ত না হয়ে জামা'তের ভিতর ভেদাভেদ বা দলাদলি সৃষ্টি করার পরিবর্তে বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। আপনাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈমানের মৌলিক দাবি হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। আর নেযাম বা ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির সংশোধনের জন্য মৌলিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। একইভাবে এটি মুসলমানদের সমষ্টিগত মানকেও উন্নত করে। যদিও মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে ইবাদত করা আবশ্যক নয় কিন্তু যখনই তারা ইজতেমা বা ঈদের নামাযে মসজিদে আসে, সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা নামাযের সরিগুলো সোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যখন ইজতেমাতে বা জলসায় অথবা লাজনার অনুষ্ঠানে আসে তখন সেই প্রোগ্রামের গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত আর এটি তখনই বজায় রাখা সম্ভব যখন তারা পূর্ণ মনোযোগসহ তা শোনে এবং যেসব ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় অথবা যা তারা শেখে তা যদি তারা অনুসরণ করে। নামাযেই যদি আমরা সারি সোজা রাখতে ব্যর্থ হই আর জলসা বা ইজতেমায় যদি আমরা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করি আর যারা দায়িত্ব পালন করছে তাদের কথা অমান্য করি, তারা চুপ থাকতে বললে যদি চুপ না থাকি, তাহলে এমন মানুষের আচরণ সত্যিই উদ্বেগের কারণ। কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে এমন আচরণ ভয়াবহ রূপ নেয় এবং এক পর্যায়ে মানুষ ঈমান থেকে দূরে চলে যায়। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনের কথা শোনার এবং প্রিয়জনকে সন্তুষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। জাগতিক ক্ষেত্রে এই ভালবাসাই তাদের প্রিয়জনদের নিকটতর করে নিয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে এবং তাঁর রসূলের সাথে আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে তার মোকাবিলায় জাগতিক সম্পর্ক তুচ্ছ। আমি বহুবার বলেছি, আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসার দাবি হল, তাদের নির্দেশ মেনে চলা। আজকের সমাজ নৈতিক দিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা প্রচার মাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষকে ক্রমশ ধর্ম থেকে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে বাজে কথা শেখানো হয় এবং অনৈতিক বিষয়াদি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যা এই বয়সে হয়তো তাদের জন্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এর ফলে খুব অল্প বয়সেই স্কুল এবং সমাজ তাদেরকে অবাধ চিন্তা করা শিখায় অথবা তাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পিতা-মাতার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। সন্তানের নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর ন্যস্ত। আজকের যুগে শিশুদের কার্টুন বা ভিডিও গেইমে এমন কাহিনী শোনানো হয় অথবা এমন চরিত্র থাকে যেগুলো কোমলমতি শিশুদের সাথে অসাঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শিশুদের নিষ্পাপ মনোবৃত্তিকে হরণ করে। শিশুদেরও এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকা উচিত যে, তারা কোন কার্টুন দেখছে। শিশুরা যখন এগুলো দেখে তখন তাদের দিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন প্রোগ্রাম দেখার সুদূরপ্রসারি যে ফলাফল সেটি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে আর নৈতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তাই শিশুরা কোথায় যাচ্ছে, কী দেখছে বা কী করছে, সেদিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। বাইরের প্রভাব থেকে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করা উচিত। পিতা-মাতার উন্নত নৈতিক মান সন্তানের সামনে প্রদর্শন করা উচিত, তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

স্মরণ রাখা উচিত, শিশুরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তারা আপনাদের কার্যকলাপের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। তাই আপনারা শিশুদের যা শেখাচ্ছেন এবং আপনাদের আচরণ এই দুয়ের মাঝে যেন কোনো বিরোধ না থাকে। নিশ্চিতভাবে আহমদী পিতা-মাতা ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী শিক্ষা নিজেরা যদি অনুসরণ না করেন তাহলে তাদের সন্তানরাও বস্তুবাদিতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হবে এবং সমাজে যে খোদা বিমুখতা রয়েছে, তা দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। তাই আহমদী পিতা-মাতার খুব সাবধানে কাজ করা উচিত। নিজেদের মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত যেন সন্তানদের সঠিক পথের দিশা দিতে পারে এবং উত্তম তরবিয়ত করতে পারে। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir